কে হবেন সর্বোচ্চ গোলদাতা

● জেড এম সাদ

বিশ্বকাপে অংশ নেয়া প্রতিটি দলেরই যেমন লক্ষ্য থাকে শিরোপা জয়, তেমনি প্রতিটি দলের স্ট্রাইকারদেরও স্বপ্ন থাকে সর্বোচ্চ গোল দিয়ে গোল্ডেন বুট জিতে নেয়া। সারাবিশ্বের শত শত কোটি দর্শকও আলোচনায় মেতে ওঠেন– কে হতে পারেন চলমান আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা। এবারের আসরেও এ নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, দলীয় অবস্থান ও নৈপুণ্য– সবদিক বিবেচনায় নিয়ে আমরাও ছুড়ে দিলাম আমাদের অনুমানের ঢিল

থমাস মুলার

থমাস মুলার

২০১০ বিশ্বকাপ আসরের আগে অনেকে এ জার্মান খেলোয়াড়ের নামই শোনেননি। কিন্তু ওই আসরে খেলতে এসে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন থমাস মুলার। ক্লাব ফুটবলে বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে দারুণভাবে ২০১৩ সালটি কাটিয়েছেন। ক্লাবকে পাইয়ে দিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা। এখনো তিনি যে রকম দাপটের সঙ্গে খেলছেন তাতে ২০১৪ সালের গোল্ডেন বুটটিও অর্জন করলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সেই ধারাবাহিকতায় নিজেদের প্রথম ম্যাচেই স্পেনের বিরুদ্ধে করেন হ্যাটট্রিক। সেই সঙ্গে এখন পর্যন্ত যৌথভাবে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে টিকে আছেন। গোলের সংখ্যা ৩টি। চার বছর আগে জয় করা গোল্ডেন বুট জয়ের পথেও এখন পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছেন থমাস মুলার। সেবার যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতার খেতাবটি লাভ করেছিলেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত সেই বিশ্বকাপে সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কারটিও লাভ করেছিলেন ওই জার্মান তারকা। এবারো যদি গোল্ডেন বুটটি মুলার জয় করতে পারেন তবে তিনিই হবেন ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি, যিনি বিশ্বকাপের পরপর দুবার ওই পুরস্কারটি লাভ করবেন। যদি তা-ই হয়, তাহলে জার্মানি একমাত্র দল হবে, যারা পরপর তিনবার গোল্ডেন বুটের মালিক হবে। কেননা ২০০৬ বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট জয় করেছিলেন মিরোস্লাভ ক্লোজ।

রবিন ভ্যান পার্সি

নেইমার, মেসি, রুনি, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো – বিশ্ব কাঁপানো বাঘা বাঘা সব নামের জ্যোতিতে পার্সির নাম খুব কমই শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু টোটাল ফুটবলের জনকের দেশের এই অধিনায়ক দুই ম্যাচে ৩ গোল করে এখন পর্যন্ত (২৩-০৬-২০১৪) যৌথভাবে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। প্রতিম্যাচে এমন গোল পেতে থাকলে এবারের বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের মালিকও হয়ে যেতে পারেন। চলতি মওসুমে চোট নিয়ে দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে কাটছিল রবিন ভ্যান পার্সির। গত ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগে সর্বোচ্চ ২৬ গোলের এই নায়ক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জার্সি গায়ে সদ্য মওসুমেও পান ১৫ গোল। নেদারল্যান্ডস দলের জার্সি গায়ে বাছাই পর্বে ইউরোপের সর্বোচ্চ ১১ গোলের নায়ক পার্সিই। জাতীয় দলের কমলা জার্সি গায়ে ৮৪ ম্যাচে সর্বাধিক ৪৩ গোলের কৃতিত্বটাও তার। বাছাই পর্বে হাঙ্গেরিকে ৮-১ গোলে বিধ্বস্ত করে ব্রাজিল বিশ্বকাপের টিকিট পায় নেদারল্যান্ডস। ব্যক্তিগত এ রেকর্ড গড়ার পথে ওই ম্যাচে পার্সি করেন হ্যাটট্রিক। ২০০৬

সালে আর্সেনালের হয়ে চার্লটনের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের সেরা গোল করেছিলেন নেদারল্যান্ডসের এই তারকা। উড়ন্ত ভলিতে সবার চোখ ছানাবড়া করে জালে বল জড়িয়েছিলেন। এবারের বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্পেনের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকে তার নিখুঁত হিসেবের হেডের সমতাসূচক গোল বিশ্বকাপের সেরা গোলের একটি। প্রথমার্ধের ৪৪ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে লম্বা পাস দিয়েছিলেন ডেলি ব্লাইন্ড। দ্রুতগতিতে দৌড়ে এসে সেই বলটা আর মাটিতে পড়তে দেননি ডাচ অধিনায়ক। শরীর বাঁকিয়ে দুর্দান্ত এক ডাইভ দিয়ে মাথা ছুঁইয়েছিলেন বলে। জোরালো সেই হেড রুখে দেয়ার মতো অবস্থানেও ছিলেন না স্পেনের গোলরক্ষক ইকার ক্যাসিয়াস। এভাবেও গোল করা যায় হতভম্ব হয়ে সেটাই দেখতে হয়েছে এ সময়ের কথিত সেরা গোলরক্ষককে। এবারের বিশ্বকাপ হয়তো আরো অনেক দর্শনীয় গোলই উপহার দেবেন ফুটবলপ্রেমীদের। তবে টুর্নামেন্টের সেরা গোলের তালিকায় যে তার এই গোলটিকেও জায়গা দিতে হবে সেটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এদিন করেছিলেন আরো একটি গোল। পরের ম্যাচেও দারুণ ফর্মে তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই খেলায় করেন আরো একটি গোল।

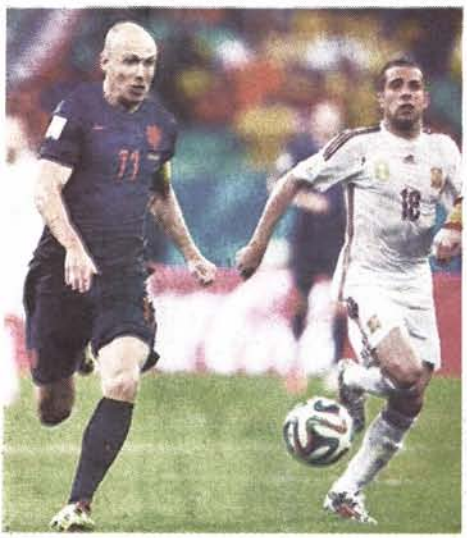

আরজেন রবেন

গত বিশ্বকাপে দলকে তুলেছিলেন ফাইনালে। দলের প্লে-মেকিংয়ে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। এবারের বিশ্বকাপেও তার দায়িত্বটা ঠিক তেমনি। কিন্তু মাঠে অন্য এক রবেনকে দেখল ফুটবল বিশ্ব। গোলের ক্ষুধা ভর করেছে তার ওপর। দুই ম্যাচে ৩ গোল! প্রথম ম্যাচেই স্পেনের বিপক্ষে জোড়া গোল করে নেন মধুর প্রতিশোধ। সতীর্থ পার্সি এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ– এই সুবাদে গোলের অঙ্কটা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে তার। ডাচ কিংবদন্তি জোহান ক্রুফের সার্থক উত্তরসূরি রবেনের দেশের হয়ে প্রথম আবির্ভাব ২০০৪ সালের ইউরোতে, যদিও চেক রিপাবলিকের সঙ্গে হেরে অভিষেক সুখের হয়নি। ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইং রাউন্ডের ছয় ম্যাচে ২ গোল করা রবেন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে সার্বিয়া-মন্টেনিগ্রোর বিরুদ্ধে জয়সূচক গোল করে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। পরের ম্যাচে আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধেও সেই সম্মান লাভ করেন। ২০০৮-এর ইউরোতে এ সাফল্য অব্যাহত রাখেন। ফরোয়ার্ড বলা হলেও মূলত রবেন খেলে থাকেন উইঙ্গার হিসেবেই, বায়ার্নের হয়ে ১৪ গোলও করেছেন। পিএসভি, চেলসি, রিয়াল মাদ্রিদ হয়ে বর্তমানে বায়ার্ন মিউনিখের রবেন এবার বিশ্বকাপে তার সেরাটা দেয়ার জন্য উন্মুখ। ডিক অ্যাডভোকেটের (সাবেক কোচ) দলে রবেনের পাশাপাশি ২০০৪ সালে ডাক পান ওয়েসলি স্নেইডার ও জন হেইটিঙ্গার মতো উঠতি খেলোয়াড়রা। এরই মধ্যে দুটি বিশ্বকাপ খেলে ফেলেছেন নেদারল্যান্ডসের স্কোরিং লাইনের অন্যতম এ কাণ্ডারি। ২০১০ বিশ্বকাপে তো দলকে ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছে দেন। ওই আসরে গোল্ডেন বলের জন্য মনোনয়নও পেয়েছিলেন। যদিও সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পান উরুগুয়ান গ্রেট দিয়াগো ফোরলান। গোল্ডেন বল না পাওয়ার স্মৃতিটা ঘোচাতে পারেন এবারের আসরে গোল্ডেন বুট জয় করে।

করিম বেনজেমা

ফ্র্যাঙ্ক রিবেরি নেই। বাদ পড়েছেন তারকা ফুটবলার সামির নাসরি। কিন্তু কে বলবে ফ্রান্স বিশ্বসেরা দুই তারকাকে বাইরে রেখে বিশ্বকাপ খেলছে! এক করিম মোস্তফা বেনজেমার চাপ সামলাতেই যেন নাভিশ্বাস প্রতিপক্ষের রক্ষণব্যূহের। পাশাপাশি মাতুইদি, জিরোওডরাও খেলছেন দারুণ। সালভাদরের ফন্তে নোভা অ্যারিনায় চিরশান্তির দেশ সুইজারল্যান্ডকে ৫-২ গোলে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ১৯৯৮ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। দুর্দান্ত এ জয়ে 'ই' গ্রুপ থেকে এক ম্যাচ হাতে রেখেই নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে দিদিয়ে দেশামের ফ্রান্স। চমৎকার সব পাস। কাউন্টার অ্যাটাকের ফুলঝুরি। পারস্পরিক দারুণ বোঝাপড়া। সব মিলিয়ে 'দারুণ এক প্যাকেজ' ফ্রান্স। বেনজেমা-জিরোওড-মাতুইদিরা যেন বিশ্বকাপটা ঘরে নেয়ার জন্যই ব্রাজিল এসেছেন। সুইজার ল্যান্ডের বিপক্ষে ৬৭ মিনিটে বেনজেমা দলের পক্ষে চতুর্থ গোল করেন। এ গোলের মধ্য দিয়ে বেনজেমা গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে মুলার, পার্সি ও রবেনের সমান্তরালে পৌঁছে গেলেন। চারজনেরই গোলসংখ্যা তিন! ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে কোচ রেমন্ড ডোমেনেখের মন জয় করতে পারেননি করিম বেনজেমা। দলও নিষ্প্রভ ছিল গত বিশ্বকাপে। ব্রাজিল বিশ্বকাপের সময় দারুণ কাটছে করিম বেনজেমার। চলমান টুর্নামেন্টের আগে মেগা আসরে ফ্রান্সের জার্সি গায়ে কোনো গোলই ছিল না রিয়াল মাদ্রিদের এ স্ট্রাইকারের। অথচ মাত্র দুটি ম্যাচে খেলার পরই ফরাসিদের নায়কে পরিণত হলেন

তিনি। তার কাঁধে ভর দিয়ে বিশ্বকাপে বাজিমাতের স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছেন অনেকে। কেউ কেউ মনে করেন, ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ কেবলই বেনজেমার হয়ে যেতে পারে! হন্ডুরাসের বিপক্ষে ফ্রান্সের প্রথম ম্যাচে জোড়া গোল করেন বেনজেমা। এ ম্যাচেও মূলত হ্যাটট্রিকই করেন তিনি। তবে তার করা তৃতীয় গোলটি হন্ডুরাসের গোলরক্ষকের আত্মঘাতী গোল হিসেবে কাউন্ট করা হয়। ব্রাজিলে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে ফরাসিদের প্রতিটি আক্রমণেই থাকছে বেনজেমার নেতৃত্ব। ফলে ভক্তরাও তাকে বসিয়ে দিলেন হিরোর আসনে। অথচ গত বছরের অক্টোবরে তিনি বাদ পড়েন জাতীয় দল থেকে। বর্তমান কোচ দেশামই বাদ দেন রিয়াল মাদ্রিদের এই স্ট্রাইকারকে। অবশ্য ওই সময় চরম ফর্মহীনতার কবলে পড়েন বেনজেমা। জাতীয় দলের জার্সি গায়ে একটানা ১৫ ম্যাচে ব্যর্থ হন গোল করতে! এরপরও বেশিদিন দলের বাইরে থাকতে হয়নি। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে একের পর এক গোল করায় বিশ্বকাপ প্লে-অফের ফরাসি দলে স্থান হয় বেনজেমার। এবার কোচের আস্থার প্রতিদানও দেন। ইউক্রেনের বিপক্ষে প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে ফ্রান্সের ৩-০ গোলের জয়ে মূল্যবান ভূমিকাও রাখেন তিনি।

লুইস সুয়ারেজ

এলাম, মাঠে নামলাম আর গোল করলাম। ঠিক এমন বিশেষণই যোগ করা যায় উরুগুয়ের এই স্ট্রাইকারের সঙ্গে। চলতি বছর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লুইস সুয়ারেজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় আর কেউ নেই। ঈশ্বরের হাত কিংবা প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে কামড়ে দিয়ে গত বছর বারবার সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফএ) নিষেধাজ্ঞায় পড়ে মওসুমের ৬টি ম্যাচে খেলতে না পারা সত্ত্বেও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনটি ঠিকই নিজের দখলে নিয়েছেন সুয়ারেজ। ৩৮ ম্যাচ থেকে ৩১ গোল আদায় করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে ঘানার গোলমুখী শট গোললাইনে হাত দিয়ে বাঁচিয়েছিলেন সুয়ারেজ। রেফারি তাকে লালকার্ড দেখিয়ে ঘানাকে পেনাল্টি দিয়েছিলেন। সেই পেনাল্টি বারে লাগে এবং পরে টাইব্রেকারে জিতে সেমিফাইনাল চলে যায় উরুগুয়ে। তার পর থেকে গোটা আফ্রিকায় সুয়ারেজ ব্রাত্য। যদিও পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, বিশ্বকাপের সেরা সেভটা যে তিনি করেছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র অপরাধ বোধ হয়নি। ইপিএলেও তাকে নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। বারবার নাকি বক্সে ইচ্ছাকৃত পড়ে গিয়ে সুয়ারেজ পেনাল্টির প্লে-অ্যাক্টিং করেন। এই নিয়ে এমন সমালোচনা হয়েছে যে, রাখাল ও বাঘের গল্পের মতো সত্যিই ডিফেন্ডারের মারে তিনি পড়ে গিয়েও কোনো কোনো সময় লিভার-পুল পেনাল্টি পায়নি। নিন্দামন্দ তাই সাতাশ বছরের সুয়ারেজের জীবনে বল নেটে জড়ানোর মতোই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু ব্রাজিল বিশ্বকাপে আবির্ভাবেই এমন সাড়া ফেলেছেন সুয়ারেজ যে, সাবেক নক্ষত্ররাও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তার বল ছাড়া এবং বল নিয়ে স্প্রিন্টারদের মতো দৌড়, ব্লক থেকে নিমেষে ছিটকে যাওয়া আর শরীরের ব্যালান্স মুগ্ধ করার মতো। কে বলবে চার সপ্তাহ আগেই তার হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছিল! কোথায় হুইলচেয়ার, আর কোথায় এই দৃপ্ত ফুটবল মাঠ! ইংরেজ ডিফেন্ডাররা প্রাণপণ লড়েও কেউ তার গতির সঙ্গে যুঝতে পারছিলেন না। বডি ব্যালান্সটাও এত ভালো যে, দুদিক থেকে গুঁতিয়েও তার পা থেকে বল সরানো যায় না। ছোট ছোট ড্রিবল করেন ওই একই গতিতে। কাভানির সঙ্গে দারুণ ওয়ান-টু খেলেন। কেন তাকে লাতিন আমেরিকার অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার বলা হয়, সুয়ারেজ সাও পাওলোয় এক সন্ধ্যাতেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। ব্রাজিল বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের অন্যতম দাবিদারও তিনি।

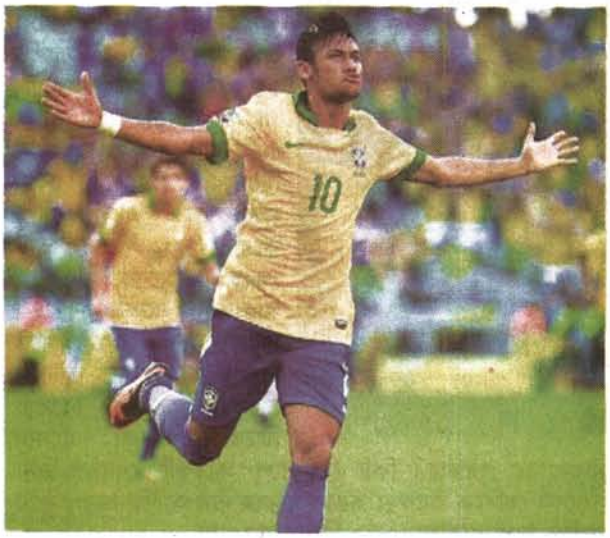

নেইমার

নতুন ব্রাজিল সেনসেশন নেইমার। কোটি কোটি ব্রাজিলীয় ফুটবল অনুরাগীর প্রত্যাশা কাঁধে বইছেন ফিফা বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ ব্রাজিলের উদীয়মান তারকা নেইমার। ভক্তদের প্রত্যাশা, ব্রাজিলকে ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ শিরোপা এনে দেবেন ২২ বছর বয়সী নেইমার। ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত কনফেডারেশন কাপে নিজের জাত চিনিয়ে দিয়েছেন তিনি। করেছেন চার গোল। ব্রাজিলের হেক্সা

মিশনে নেইমারকে ঘিরেই দলের সব রণকৌশল। ড্রিবলিং, গতি আর শুটিং– সব ধরনের ক্ষমতাই রয়েছে ২২ বছরের এ তরুণের। বিশ্বকাপ দেশের মাটিতে আয়োজিত হওয়ায় নেইমার গোল্ডেন বুটের রেসে কিছুটা হলেও এগিয়ে থাকবেন। অস্কার, পাওলিনিয়ো আর লুইজ গুস্তাভো যদি মিডফিল্ড থেকে সামনে নেইমারকে বল বাড়িয়ে দিতে পারেন, তাহলে প্রতিপক্ষের জালে নেইমার বল পাঠাবেন তা সহজেই অনুমেয়। শুরুটাও দারুণ হয়েছে নেইমারের। উদ্বোধনী ম্যাচেই করেন জোড়া গোল। অবশ্য পরের ম্যাচে নিজেসহ দলের কেউ গোলের দেখা পাননি। অবশ্য ব্রাজিল সেমিফাইনাল অথবা ফাইনাল খেলতে পারলে আর সতীর্থদের সহযোগিতা পেলে নেইমার প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলতে এসে গোল্ডেন বুট নিজের করে নেবেন।

লিওনেল মেসি

এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে গোল্ডেন বুটের অন্যতম দাবিদারও এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। যদিও দীর্ঘ ৮ বছর পর বিশ্বকাপে গোলের দেখা পেয়েছেন। ২০০৬ সালের ১৬ জুন। বিশ্বকাপের মঞ্চে পা রেখেই ১৯ বছর বয়সী মেসি অভিষেক ম্যাচে বদলি হিসেবে মাঠে নেমে নজরকাড়া এক গোল করেছিলেন। পরের আট বছরে অনেক কিছুই পাল্টেছে। একের পর এক নতুন নতুন রেকর্ড গড়ে বিস্ময় ছড়িয়েছেন ফুটবল বিশ্বে। টানা চারবার জিতেছেন ফিফা বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার। কিন্তু বিশ্বকাপে আরেকটি গোলের জন্য লিওনেল মেসিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ আটটি বছর। দুটো গোলের মধ্যে ২ হাজার ৯২২ দিনের ব্যবধান!

এই আট বছরে মেসির পায়ে কম গোল আসেনি। এই সময়টায় কেবল বার্সেলোনার জার্সি গায়েই করেছেন ৩৩৯টি গোল। জাতীয় দলের হয়েও করেছেন ৩৬ গোল। পৌনে চারশ গোল! ২০০৬ সালের সেই গোলটির পর মেসি বিশ্বকাপে খেলেছেন আরো সাতটি ম্যাচ। ৬২৩ মিনিট। কিন্তু কোনো ম্যাচেই গোলের দেখা পাননি। অভিষেকের আট বছর পর ঠিক সেই ১৬ জুন তারিখেই (বাংলাদেশ সময়ে) মেসি করলেন বিশ্বকাপে নিজের দ্বিতীয় গোলটি। এমন বুনো উদযাপনে মেতে উঠতে খুব কমই দেখা গেছে আর্জেন্টাইন তারকাকে। ড্র-ই হয়ে যাচ্ছিল ইরানের সঙ্গে দ্বিতীয় ম্যাচটি। অতিরিক্ত সময়ের মিনিট খানেক হাতে থাকতেই দূরপাল্লার নিখুঁত শটে গোল করেন আর দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করে আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয় রাউন্ডে এমন ঝলক দেখাতে পারলে এবারের আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতাও হয়ে যেতে পারেন।

মিরোস্লাভ ক্লোজ

৩৬ বছর বয়সেও জার্মানির আক্রমণভাগের মূল ভরসা মিরোস্লাভ ক্লোজ। ২০০৬ সালে ৭ ম্যাচে ৫ গোল করে তিনি গোল্ডেন বুট পেয়েছিলেন। এই বয়সেও রয়েছেন দুর্দান্ত ফর্মে। বাছাইপর্বে ৬ ম্যাচে করেছেন ৪ গোল। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত জার্মানির পথ কিছুটা সহজই বলা যায়। থমাস মুলার, মেসুত ওজিল ও মার্কো রয়েসের সমন্বয়ে গড়া মজবুত মিডফিল্ড আর হেড দিয়ে দুর্দান্ত গোল করার সামর্থ্য ক্লোজের গোল্ডেন বুটের স্বপ্নের জাল বুনে দিতেই পারে। সেই সঙ্গে সুযোগ ছিল অন্য বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি গোল করে রেকর্ড বুকে নিজের নাম সবার ওপরে নিয়ে যাওয়ার। সেই কাজটিও করে ফেললেন দ্বিতীয় ম্যাচে ঘানার বিপক্ষে মাঠে নেমে। মাঠে নামার মাত্র ২ মিনিটের মধ্যে গোল করে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ব্রাজিলের সাবেক স্ট্রাইকার রোনালদোর করা ১৫ গোলের রেকর্ড স্পর্শ করলেন জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজ। এবারের বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো ২-১-এ পিছিয়ে পড়ে অনেকটা বাধ্য হয়েই মাঠে নামানো হয় জার্মানির সেরা এ অস্ত্রকে। কোচের সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করতে মাত্র ২ মিনিট সময় নিয়েছেন তিনি। ম্যাচের ৭১ মিনিটের মাথায় সমতাসূচক গোলটি করে রোনালদোর রেকর্ডে ভাগ বসান তিনি। ব্রাজিলিয়ান সাবেক ফরোয়ার্ড রোনালদো তিন বিশ্বকাপ খেলে ১৫ গোল করেন। আর বিশ্বকাপের ইতিহাসের সেটাই ছিল এখন পর্যন্ত কোনো খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড। আর জার্মানির তারকা স্ট্রাইকার ক্লোজের বিশ্বকাপ গোলের সংখ্যা ছিল ১৪টি। ব্রাজিল বিশ্বকাপে জার্মানির দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নেমেই গোল করে বিশ্বকাপে গোল সংখ্যা ১৫-তে নিয়ে গেলেন মিরোস্লাভ ক্লোজ। আর একটি গোল করলেই এককভাবে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডের মালিক হবেন তিনি। ■